প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন প্যালেস্তাইন সফর ঘিরে অনেক প্রত্যাশা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফেব্রুয়ারিতেই প্যালেস্তাইন সফরে যাচ্ছেন। তিনিই প্যালেস্তাইন সফরে যাওয়া প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। তার এই প্রস্তাবিত সফর সর্বদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ইজরায়েলের সঙ্গে প্যালেস্তাইনের বিরোধ দীর্ঘদিনের। এক দেশ অপর দেশকে সহ্য করতে পারে না। এই প্রেক্ষিতে দু'দেশের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে এগোতে চায় সাউথ ব্লক। তাই সবদিক থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফরের দিকে তাকিয়ে থাকবে আন্তর্জাতিক মহল। ছোট ছোট দেশগুলিকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তালিকায় রাখা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেইদিকে নজর দিয়েছেন। এর প্রয়োজন আছে। এর আগে ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী প্যালেস্তাইন যাননি কেন সেটাই বড় আকারের প্রশ্ন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আগামী ৯ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি প্যালেস্তাইন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমান সফর করবেন। ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি প্যালেস্তাইনের রামাল্লায় যাবেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১৭ সালে ইজরায়েল সফরে গিয়েছিলেন।

এটা ঘটনা, প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। গত বছর ইজরায়েল সফরে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সে সময়েই প্রশ্ন উঠেছিল, মোদী কি প্যালেস্তাইনকে এড়িয়ে গেলেন ইজরায়েলের সঙ্গে নতুন সম্পর্কের রসায়ন গড়তে। সে সময়ে প্যালেস্তাইনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে দেশভাগের পর থেকে প্যালেস্তাইনকে বন্ধু হিসেবে আলিঙ্গন করে ভারত। এবার সফরে ভারতের অবস্থান আরও স্পষ্ট করে দেবেন মোদী। এটাই আশা।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

নরেন্দ্র—যেমন গাছ দেখছি, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে?

মণি—হাঁ, ঠাকুর দেখেছেন।

নরেন্দ্র—সে মনের ভুল হতে পারে।

মণি—যে যে অবস্থায় যা দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে রীয়্যালিটি (সত্য)। যতক্ষণ স্বপন দেখছো একটা বাগানে গিয়েছো, ততক্ষণ বাগানটি তোমার পক্ষে রীয়্যালিটি; কিন্তু তোমার অবস্থা বদলালে—যেমন জাগরণ অবস্থা—তোমার ওটা ভুল বলে বোধ হতে পারে! যে অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন করা যায়,—সে অবস্থা হলে তখন রীয়্যালিটি (সত্য) বোধ হবে।

নরেন্দ্র—আমি টুথ্ চাই। সেদিন পরমহংস মহাশয়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।

মণি(সহাস্যে)—কি হয়েছিল?

নরেন্দ্র—উনি আমায় বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বল্লাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলবো না।'

''তিনি বল্লেন—'অনেকে যা বলবে তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম।'

''আমি বল্লাম, 'নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুনব না।'

মণি (সহাস্যে)—তোমার ভাব Copernicus, Barkeley—এদের মত। জগতের লোক বলছে, —সূর্য চল্‌ছে, Copernicus, তা শুন্‌লে না!—জগতের লোক বলছে External World (জগৎ) আছে, Barkeley তা শুনলে না। তাই Lewis বলেছেন, 'Why was not Barkeley a philosophical Copernicus

নরেন্দ্র—একখানা History of philosophy দিতে পারেন?

মণি—কি, Lewis?

নরেন্দ্র—না, Ueberweg—German পড়তে হবে।

মণি—তুমি বলছো, সামনে গাছের মতন কেউ কি দেখেছে? তা ঈশ্বর মানুষ হয়ে যদি এসে বলেন, 'আমি ঈশ্বর।' তা হলে তুমি কি বিশ্বাস করবে? তুমি ল্যাজারাস্‌ এর গল্প ত জান?

দিনপঞ্জিকা

১৬ মাঘ, ভাঃ ৮ মাঘ, **৩০ জানুয়ারী**, ১৬ মাঘ, সংবৎ ১৪ মাঘ সুদি, ১২ জমাঃ আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১৮। **মঙ্গলবার**, চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৯।৫৩ মিঃ। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৪ মিঃ। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ঘ ১০।৫ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ১১।৩ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ৯।৫৩ গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**—মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ২।২৮ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ঘ ৮।৪ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**—ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৮।৪ গতে একপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ৭।৪৫ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ১।৩ গতে ২।৩৫ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৬।৫৬ গতে ৮।৩৫ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই, রাত্রি ঘ ৮।৩৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৯।৫৩ গতে মাত্র উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**— নাই। **বিবিধ**— চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ৯।৫৩ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **পূর্ণিমার নিশিপালন** পূর্ব্বাহ্ণ ঘ ১০।২ মধ্যে গোস্বামিমতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দত্রয়োদশী ব্রতের পারণ। **শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষ্যে শুক্লাদশমী হইতে শুক্লাচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের অনঙ্গমঞ্জরীকুঞ্জে পঞ্চদিবসব্যাপী লীলাকীর্ত্তনের সমাপ্তি দিবস। শহীদ দিবস। মহত্মা গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৮।৩১ গতে ১০।৪৩ মধ্যে ও ১২।৫৬ গতে ২।২৫ মধ্যে ও ৩।৯ গতে ৪।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।১৩ মধ্যে ও ৮।৪৯ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ১।৫৯ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ মাঘ, ভাঃ ৮ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী, ১৬ মাঘ, ১২ জমাঃ আউঃ। উঃ ৬।২৩, অঃ ৫।১৮। মঙ্গলবার, চতুর্দ্দশী রাঃ ঘঃ ৯।৫৩।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

আজাদ হিন্দ বাহিনী

ড. অশনিকা ঘোষ
পর্ব ১

ঔপনিবেশিক শাসনকালের পূর্বে বার বার মুসলমান শাসক দ্বারা আক্রমণ এবং শাসন ভারবর্ষের সমাজ জীবনে এক অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি করে। তৎকালের শিক্ষিত মহলের অনেকেই মুসলমান শাসন থেকে অব্যাহতি পেতে ব্রিটিশ শাসনকে মনে মনে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু শাসক দলের নীতি এবং শোষণ যখন সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত করেছে, ঠিক তখনই প্রয়োজন হয়েছে বিরোধিতার এবং বিপ্লবের। ইংরেজ সরকার প্রায় দু'শ বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করবার জন্য যে সকল দেশপ্রেমিক অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন কিংবা বলা যায় শাসক দলের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করেছেন তাঁরা ভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বন করেছেন। কেউ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি পূর্ণভাবে ভারতবাসীর স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন, কেউ বিপ্লবের মাধ্যমে, আবার কেউ বা বিদেশি শক্তির সাহায্যে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দৃঢ় ক'রে দেশমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। এই বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে স্বভূমির মুক্তি সাধনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'-র জন্ম। অক্ষশক্তি সমর্থনকারী রাসবিহারী বসু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ সংগ্রামী নেতাদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে স্বাধীনতাকামী এই সামরিক শক্তি।

শেষের পরে যেমন রেশ থাকে তেমনি শুরুর আগেও একটি শুরু থাকে। ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ সাল, জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাপানের হাতে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে। এই সময় ১৪নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মোহন সিং-সহ বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য জাপানে বন্দি হন। মোহন সিং নেতৃত্ব দিয়ে বন্দি সৈন্যদের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে রাজি করান। তাঁর চেষ্টায় ২৫,০০০ ব্যক্তি এই সেনাদলে যোগদান করেন এবং অচিরেই সংখ্যা ৪০,০০০-এ গিয়ে পৌঁছে যায়।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তখন জাপানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের বিষয়ে সক্রিয় ছিলেন। তাঁকে 'পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জনক' বলা হয়। রাসবিহারী বসুর প্রাত্যহিক সাংগঠনিক শ্রমের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন। মৃত্যুর পূর্বে রাসবিহারী বসুকে জাপান সরকার সম্মান সূচক 'Second order of the merit of the rising sun' খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৪৫ সালে জাপানেই তাঁর মৃত্যু হয়। রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্র রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিপ্লবীদের অমর ক'রে রেখে গিয়েছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পথের দাবি' উপন্যাসে। ১৫ই জুন ১৯৪২ সাল, রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে ব্যাঙ্ককে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জুন পর্যন্ত অধিবেশন চলে এবং ৩৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই পর্বেই 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ'-ও গঠিত হয়। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসুকে জামানি থেকে জাপানে আহ্বান জানানো জাপানের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। এ সময় সুভাষ বসু জামানিতেই ছিলেন। জামানি সরকারের পূর্ণ সহযোগিতায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে বার্লিনে 'আজাদ হিন্দস্থান' বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নাম্বিয়ার নামক একজন ভারতীয় দেশপ্রেমিক ছিলেন এর পরিচালক। সুভাষচন্দ্র সেখানে থেকে নিয়মিত ভারবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালাতে থাকেন। জামানিতে হিটলার এবং ইতালির মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এর পূর্বেই তিনি আদায় করেন এই দুই রাষ্ট্রনায়কের কাছ থেকে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে জার্মানির হাতে বন্দি ৪০০ ভারতীয় সৈন্য নিয়ে তিনি 'স্বাধীন ভারতীয় লিজন' নামে এক সেনাদল গড়ে তোলেন। জামানিতে বন্দি সেনাদল তাঁর দেশপ্রেম এবং বিপ্লবী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সর্বপ্রথম তাঁকে 'নেতাজি' আখ্যায় ভূষিত করে এবং 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দিয়ে অভিবাদন জানায়। এর পূর্বেই ১৯৪২-এর ১ সেপ্টেম্বর রাসবিহারী বসু আনুষ্ঠানিকভাবে সিঙ্গাপুরে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' গঠন করেন। উক্ত সেনাবাহিনী ঐক্য, আত্মবিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গ—মূলতঃ তিনটি আদর্শের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ অধীনতামুক্ত করতে তৎপর হয়। প্রতিষ্ঠাকালে মোহন সিং ছিলেন এর প্রধান সেনাপতি। ১৩ জুন ১৯৪৩ সাল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু টোকিও পৌঁছলে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং জাপানের পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিষয়ে জাপানি সাহায্যের কথা ঘোষিত হয়। ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে আসেন, বিরাট জনতা তাঁকে সংবর্ধনা জানায়। ৪ জুলাই রাসবিহারী বসু পদত্যাগ করলে নেতাজী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ'-র সভাপতি হন এবং অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন। পরদিনই 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' পরিদর্শন ক'রে 'দিল্লি চলো' আহ্বানে নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। এই বছরের ২৫ আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাপতির পদ গ্রহণ ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজের উন্নতি ও শৃঙ্খলা বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। ২১ অক্টোবর পূর্ব এশিয়ার সমবেত প্রতিনিধিদের সমক্ষে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ২৩ অক্টোবর ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজাদ হিন্দ ফৌজের মহিলা ব্রিগেড ছিল। ব্রিগেডের নাম ছিল 'ঝাঁসির রাণি ব্রিগেড'। এর দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন। এশিয়ার এ ধরনের নারী বাহিনী ছিল এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

আজাদ হিন্দ বাহিনী এমনভাবে গঠন করা হচ্ছিল যেখানে তারা জাপানি সৈন্যের সঙ্গে ভারত অভিযানে আসবে। কিন্তু জাপানি সেনাপতি টোরাউচি আপত্তি জানান। আপত্তির কারণ হিসাবে তিনি দেখান—পরাজয়ের কারণে ভারতীয়রা ভগ্নোৎসাহ, জাপানিরা কষ্টসহিষ্ণু ভারতীয়দের তুলনায় এবং মূলত তারা ভারাটে সৈনিক। তাই জাপানিরাই ভারত অভিযানে যাবে এবং ভারতীয় বাহিনী সিঙ্গাপুরে থাকবে। কিন্তু নেতাজী এ প্রস্তাব অস্বীকার করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় মাত্র এক রেজিমেন্ট ভারতীয় সেনা জাপানি সৈন্যদলের সঙ্গে ভাগ হয়ে যুদ্ধ করবে এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানিদের সমকক্ষ হলে আরও ভারতীয় সৈন্য গ্রহণ করা হবে। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য পূর্বে গঠিত 'গান্ধী ব্রিগেড', 'আজাদ ব্রিগেড' ও 'নেহেরু ব্রিগেড'-এ বিভক্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে বাছাই ক'রে 'সুভাষ ব্রিগেড' নামে একটি নতুন ব্রিগেড গঠিত হয়। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে 'সুভাষ ব্রিগেড' রেঙ্গুনে পৌঁছয়। 'সুভাষ ব্রিগেড'-কে তিনটি ব্যাটেলিয়নে ভাগ ক'রে নেওয়া হয়। প্রথম দলটি কালাদান নদীর তীর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পেলেতোয়া ও দলেথমে অধিকার করে এবং কয়েকদিন পর ৬৪ কিমি দূরে ভারত সীমানার মউডক নামক ব্রিটিশ ঘাঁটি দখল করে। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল অস্ত্র ও খাবার সরবরাহ দুঃসাধ্য দেখে জাপানি সৈন্য দল ফিরে যেতে চাইলেও ভারতীয়রা রাজি হয়নি। ফলে একটি মাত্র কোম্পানিকে ক্যাপ্টেন সুরমামলের অধীনে রেখে বাকিরা ফিরে যায়। জাপানি সেনানায়ক ভারতীয়দের দেশপ্রেম দেখে এক পন্টন জাপানি সৈন্য বিদেশি সেনানায়কের অধীনে রেখে যান। 'সুভাষ ব্রিগেড' এর বাকি দুটি দল জাপানিদের কাছ থেকে হাকা-কালাম সীমানায় দায়িত্ব বুঝে নেয়। মণিপুরের ইমফলের পতন হলে সিদ্ধান্ত হয় আজাদ হিন্দ বাহিনী কোহিমায় অবস্থান করবে যাতে তারা প্রথাপূত্র পার হয়ে বংলায় প্রবেশ করতে পারে। 'গান্ধী' ও 'আজাদ' নামক অন্য দুটি ব্রিগেডও ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হয়। ২১ মার্চ জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইংরেজ মুক্ত ভারতীয় অঞ্চলে নেতাজীর নেতৃত্বে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে বলে ঘোষণা করেন। বহু বাধা, বিঘ্ন, খাদ্য ও অস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে ২৪১ কিমি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার অল্প কয়েকদিন পরেই প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা ও ব্রিটিশ বাহিনী তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং জাপান আক্রমণের উদ্যোগ নেয়। (ক্রমশ)

ক্রেতা সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ ভারতের প্রেক্ষাপট

চন্দ্রকান্ত লহরিয়া
শেষ পর্ব

(খ) চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে রাজ্যভিত্তিক উদ্যোগ : বিগত দশকে বেশ কয়েকটি রাজ্য চিকিৎসা পরিষেবার প্রদানকারী সংস্থার ওপর নজরদারি, খরচাপাতি এবং নীতি বহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তির সংস্থান রেখে নানা আইন চালু করেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত মান বজায় রাখা এবং উপভোক্তার স্বার্থরক্ষা এই সব আইনের লক্ষ্য।

(গ) **২০১৩-র ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা—The Drug (Price Control) Order (DPCO) 2013** : ১৯৯৫-এর অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের আওতায় ভারত সরকার এই নির্দেশ জারি করে। ২০১৩-র এই নির্দেশিকা ১৯৯৫-এর সমধর্মী নির্দেশিকার স্থলাভিষিক্ত। জরুরি ওষুধপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারি হস্তক্ষেপের সংস্থান রাখা আছে এখানে। ভারতে এটা খুবই প্রয়োজন। কারণ, চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও মানুষকে মোট যে অর্থ ব্যয় করতে হয় তার দুই-তৃতীয়াংশই যায় ওষুধের খরচ মেটাতে। একই ধরনের ওষুধ বিভিন্ন সংস্থা নিজের নিজের নামে বিভিন্ন দামে বিক্রি করে। যাতে অন্তত, অত্যাবশ্যকীয় বলে চিহ্নিত ওষুধগুলির দাম সাংঘাতিকভাবে বেড়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে না চলে যায় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই DPCO জারি করা হয়েছে। এই উপায়েই সরকার স্টেন্ট-এর দাম নিয়ন্ত্রণে করেছে।

(ঘ) **আরও কয়েকটি উদ্যোগ** : গত কয়েক বছরে ওষুধের জেনেরিক নাম ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের ওষুধ ব্র্যান্ডনাম লাগানো সমধর্মী ওষুধের তুলনায় দামে অনেক কম।

সামনের পথ ঃ

সার্বিকভাবে ক্রেতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত অনেকটাই এগিয়েছে। তবে এখনও সামনে বহু পথ বাকি। বিশেষত, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকে বিশেষ জোর দিতে হবে :

(ক) **ব্যাপকতর এবং সার্বিক উদ্যোগ** : স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে জটিল চরিত্রের বিষয়টি মাথায় রেখে ক্রেতাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার আরও প্রসার জরুরি। এর সঙ্গে ক্রেতা বা উপভোক্তার দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতনতা বাড়াতে হবে। এগোতে হবে 'স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ে শিক্ষা'-র দিকটিও। ক্রেতার নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত ন্যূনতম জ্ঞান-এর সমন্বয় ঘটলে তবেই কাঙ্খিত ফল মিলবে। স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলির নানা দিক রয়েছে।

(খ) **চালু ব্যবস্থাগুলি আরও দক্ষ করে তোলা এবং নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ** : স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ক্রেতার অধিকার বিষয়ে কর্মরত সরকারি সংস্থাগুলির সঙ্গে অসরকারি উদ্যোগও জরুরি। বিভিন্ন নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং গোষ্ঠীগত প্রয়াস এখানে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে জাতীয় নগরাঞ্চল স্বাস্থ্য মিশন (National Urban Health Mission)-এর আওতায় গড়ে ওঠা মহিলা আরোগ্য সমিতি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর আওতাধীন 'আশা' কর্মীদের প্রসঙ্গ।

(গ) **ICI, mHealth, চিরাচরিত গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যম মঞ্চগুলিকে কাজে লাগানো** : সচেতনতার প্রসারে মুদ্রিত এবং বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে। তার সঙ্গে নতুন যেসব মাধ্যম প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, যেমন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT), মোবাইল নির্ভর পরিষেবা (mHealth), এবং সর্বোপরি সামাজিক মাধ্যম (Social Media)—সেগুলি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। তবে প্রচারের ক্ষেত্রে তথ্য সংক্রান্ত বিভ্রান্তির বিষয়ে সাবধানে থাকা দরকার।

(ঘ) **পাঠ্যক্রমে ক্রেতা সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা** : বিদ্যালয় এবং কলেজ স্তরে পাঠ্যক্রমে বিষয়গুলি থাকলে নতুন প্রজন্ম প্রথম থেকেই সম্যকভাবে অবহিত হয়ে উঠবে।

শেষ কথা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সাধারণ মানুষ। তারা বহিরাগত সুবিধাপ্রাপক নন। উপভোক্তা বা ক্রেতাকে সবার ওপরে বসিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত নীতি ও ব্যবস্থাপত্র গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গ্রাহক এবং পরিষেবা প্রদানকারীর ভেদরেখা সেভাবে না থাকায় বিষয়টি একটু জটিল। তাই প্রয়োজন ক্রেতার অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার প্রসারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির প্রচার। সব পক্ষকেই নিজের দায়িত্ব পালনে যত্নবান হতে হবে। আইনি সংস্থান এবং আইনি নয় এমন ব্যবস্থাপত্রগুলির ভূমিকারও অপরিসীম। আমরা এখন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ভারত সরকার ২০১৭-র নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রকাশ করেছে। সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা বা Universal Health Coverage -- UHC নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বিস্তর। UHC সম্ভব। ব্যক্তি ও দলবদ্ধ স্তরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং ক্রেতা সচেতনতার যথোপযুক্ত প্রসার ঘটলে তখনই তা বাস্তব হয়ে উঠতে পারে।

সম্পাদক সমীপেষু

গল্প শুনি তবে গান শুনতে পাই না

F.M. আসার পর রেডিও শোনার ইচ্ছে আবার ফিরে পেয়েছি। বেসরকারি F.M.চ্যানেলগুলিতে হারিয়ে যাওয়া মানুষের কথা আলাপচারিতায় তুলে ধরা হয়। অনেক অজানা গল্পও বলে, যা শুনতে ভাল লাগে। তবে কোথায় যেন একটা বড় রকমের শূন্যস্থান রেখে যায়। অতীতে বাংলা সিনেমার নায়ক-নায়িকারা গায়ক-গায়িকা হলে তবেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পারতেন। তাই সেইসব অভিনেতারা বা অভিনেত্রীরা অভিনয়ের সাথে সাথে গানও গাইতেন। এটা আজও আকাশবাণী তাদের সংগ্রহ থেকে শোনায়। কিন্তু বেসরকারি চ্যানেলগুলিতে কেবল গল্পই বলে যায়। তাদের গাওয়া গানগুলো আর বাজাতে শুনি না। অথচ তখন বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয়ের সাথে গানও গেয়ে গেছেন। যার মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, পাহাড়ী সান্যাল, অঙ্গুর বালা, ইন্দু বালা, কমলা ঝরিয়া, ছায়াদেবী, কানন দেবী, পঙ্কজকুমার মল্লিক, ব্রজেন মজুমদার, অশোককুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কিশোর কুমার, বাসবী নন্দী ছাড়াও যেমন গেয়েছেন মৃণাল মুখোপাধ্যায়, হেমামালিনী, রাখি বিশ্বাস, মালা সিনহা, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র নাথ দাস (অনুপ কুমারের পিতা)। তাঁদের কথা নিয়ে আলোচনা হয় না। হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো তাই আবার নতুন করে ফিরে পাওয়া যায় না। ফলে বেদনা থেকেই যায়। এইসব নায়ক-নায়িকাদের স্বকণ্ঠের গানগুলো শোনা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। এমন আরো একজন কৌতুক অভিনেতা, সুরকার ও গায়কের নাম এসে যায়। তিনি হলেন রঞ্জিৎ রায়। এঁর গাওয়া বেশকিছু গান আছে। যা এক সময় খুব জনপ্রিয়ও হয়েছিল। সেদিনের গাওয়া এইসব গান আজ শোনার মতো হয়তো অনেকের মানসিকতা নাও থাকতে পারে। তবে সঙ্গীত প্রিয় মানুষ যাঁরা গানের খোঁজে আজও রেকর্ড পাড়ায় যান, তাঁরা কিন্তু এইসব গান পাওয়ার আশাতেই ছুটে বেড়ান। গানকে একটা শিশুও ভালোবাসে। তাই চিত্রনাট্যের সাথে সাথে যদি হারিয়ে যাওয়া শিল্পীদের এবং নায়ক-নায়িকাদের গানগুলো শুনতে আমরা পেতাম, তবে ওই যে শূন্যস্থানটা রয়েছে তা অবশ্যই পূরণ হয়ে যেত।

- **প্রবীর মিত্র, হাওড়া**

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়। .....সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

পাঠকের দরবারে

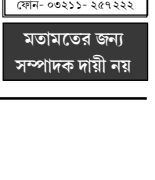

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়